ত্রৈ মা সি ক

দুদক বার্তা

অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন

১১তম বর্ষ ◆ ৪২তম সংখ্যা ◆ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ◆ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

এ সংখ্যায় যা আছে

- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
- প্রশাসনিক কার্যক্রম
- এনফোর্সমেন্ট অভিযান
- প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম
- উল্লেখযোগ্য মামলা, চার্জশিট, বিচার ও দণ্ড
- ক্রোক, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত
- দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে নিচের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানাতে কল করুন

কোথায় ও কীভাবে অভিযোগ করবেন

- ই-মেইল: chairman@acc.org.bd
- কমিশনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (Anti-Corruption Commission-Bangladesh)
- যে কোনো টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর থেকে দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ (টোল ফ্রি) টেলিফোনের মাধ্যমে এবং বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ নম্বরে কল করার মাধ্যমে
- কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় অথবা ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে
- কমিশনের সকল জেলা/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এঁর নিকট বঙ্গভবনে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে কমিশন কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১ পেশ

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি ও দুদকের কার্যক্রমে স্বাভাবিক গতি ফিরে আসায় দীর্ঘ বিরতির পর ত্রৈমাসিক দুদক বার্তা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বৈশ্বিক অতিমারি করোনার প্রকোপ এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ২০২০ সালের পর দুদক বার্তা প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত লকডাউন এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে কমিশনের কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দুদক বার্তা নিয়মিত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

দুর্নীতি দমন কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত। ৯ মার্চ ২০২১ খ্রি. নির্ধারিত কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় কমিশনের সাবেক মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ ও মাননীয় কমিশনার জনাব এএফএম আমিনুল ইসলাম অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তীতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান হিসেবে সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং মাননীয় কমিশনার হিসেবে সাবেক জেলা জজ ও বিটিআরসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহুরুল হক দুর্নীতি দমন কমিশনে যোগদান করেন। অপর মাননীয় কমিশনার সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান যথারীতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এছাড়া ০৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিযাত্রা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিনিয়তই দুর্নীতির ধরণ ও কৌশল পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে স্বীয় সক্ষমতার বিকাশ সাধনে কমিশন তৎপর রয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কমিশনের কার্যপ্রণালির অটোমেশন, সম্পদ পুনরুদ্ধার ইউনিট পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন, কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদন ও তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার, নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার তৈরিসহ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার বিকাশে কমিশনের সব ধরনের পদক্ষেপে সকল পর্যায়ের নাগরিকগণের সহযোগিতামূলক ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। দুদক বার্তার এই সংখ্যায় মূলত জানুয়ারি হতে জুন ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, উল্লেখযোগ্য ফলাফল, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কমিশনের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসুন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আমরা পরস্পরের সহযোগী হই।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ : মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ পালন

১৭ মার্চ ২০২২ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০২২ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

প্রশাসনিক কার্যক্রম
১৪ জেলায় নতুন কার্যালয়

দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ০৩ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে দেশের ১২টি জেলায় একযোগে নতুন কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চলমান ২৪টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এই ১২টি কার্যালয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক, সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন ও মহাপরিচালকগণ কার্যালয়সমূহ একযোগে উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা পর্যায়ের উর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীগণ এবং দুদকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের পিরোজপুর কার্যালয় উদ্বোধন করেন মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

দুর্নীতি দমন কমিশনের গোপালগঞ্জ কার্যালয় উদ্বোধন করেন মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

দুর্নীতি দমন কমিশনের জামালপুর কার্যালয় উদ্বোধন করেন মাননীয় কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক

নতুন কার্যালয়সমূহ

নারায়ণগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ), গাজীপুর (গাজীপুর ও নরসিংদী), গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর (জামালপুর ও শেরপুর), নওগাঁ (নওগাঁ ও জয়পুরহাট), কুড়িগ্রাম (কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট), ঠাকুরগাঁও (ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়), চাঁদপুর (চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর), বাগেরহাট, ঝিনাইদহ (ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা) ও পিরোজপুর (পিরোজপুর ও ঝালকাঠি) সমন্বিত জেলা কার্যালয়।

এছাড়া ০১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. থেকে কক্সবাজারে (কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা) ও ৩০ মার্চ ২০২২ খ্রি. থেকে মাদারীপুরে (মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা) চালু হয়েছে নতুন ২টি কার্যালয়। ফলশ্রুতিতে মোট ৩৬টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পদোন্নতি, নিয়োগ, অবসর, পুরস্কার ও দণ্ড

জানুয়ারি-জুন ২০২২ খ্রি. সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের পদোন্নতি, নিয়োগ, অবসর, পুরস্কার ও বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রদানের তথ্যচিত্র :

	পদোন্নতি, নিয়োগ, অবসর	
পদোন্নতি	প্রধান সহকারী, হিসাবরক্ষক, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী, কোর্ট সহকারী (এএসআই)	৮৫ জন
সরাসরি নিয়োগ	সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালক, কোর্ট পরিদর্শক	২৫৩ জন
প্রেষণে নিয়োগ	পরিচালক, সহকারী পরিচালক, মেডিকেল অফিসার, সিনিয়র স্টাফ নার্স	০৫ জন
অবসর গ্রহণ	উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, কোর্ট পরিদর্শক, প্রধান সহকারী, সহকারী পরিদর্শক, উচ্চমান সহকারী, কোর্ট সহকারী (এএসআই), কনস্টেবল	২২ জন
	পুরস্কার	
	বিভিন্ন মামলায় অনুসন্ধানকারী, তদন্তকারী, তদারককারী ও সহায়তাকারীকে পুরস্কার প্রদান (পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ১৩,৯৬,০০০/- টাকা)	৩৫৭ জন
	বিভাগীয় মামলায় দণ্ড প্রদান	
	লঘু দণ্ড	০১ জন
	গুরু দণ্ড	০১ জন

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ৩০ জন সম্মানিত নাগরিক দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়েছেন। ইতোমধ্যে ২৮ জন নাগরিককে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত সময়ে ৫ জন আপীল আবেদন করেছেন যার মধ্য থেকে ২ জনকে আপীলকৃত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট অভিযান : গৃহীত পদক্ষেপ

দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত ১,৩৫৭টি অভিযোগের মধ্যে ৪৯৫টি অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ৪৯৫টি পত্র প্রেরণ করা হয়। দুদক আইনের তফসিল বহির্ভূত হওয়ায় পরিসমাপ্তকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৩০৯টি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৩১১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান সংশ্লিষ্ট কতিপয় দপ্তরের মধ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা কারাগার উল্লেখযোগ্য।

এনফোর্সমেন্ট অভিযানের প্রেক্ষিতে সাফল্য

১. বিআরটিএ অফিস, উত্তরা, ঢাকা-এর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গাড়ির নম্বরপ্লেট, ফিটনেস, মালিকানা পরিবর্তন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে ঘুষ দাবি ও গ্রাহক হয়রানির অভিযোগে পরিচালিত অভিযানকালে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে দুদক এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক আটককৃত ৪ জন দালালকে মোবাইল কোর্ট ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ জনকে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ২টি কম্পিউটারের দোকান সিলগালা করে দেয়।

২. জনাব জান্নাতুল আক্তার মুন্নি, প্রধান সহকারী, দৌলতপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কুষ্টিয়া-এর বিরুদ্ধে দলিল রেজিস্ট্রেশন বাবদ ঘুষ দাবি ও গ্রাহক হয়রানির অভিযোগে দুদক এনফোর্সমেন্ট টিম অভিযান পরিচালনা করে তার ড্রয়ার হতে ৩,০১,২০০/- টাকা উদ্ধার করে। কিন্তু তিনি উক্ত অর্থ গ্রহণের বৈধ উৎস বা তার কাছে রাখার কোন রেকর্ডভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে এনফোর্সমেন্ট টিম তাকে আটক করে রাতেই মামলা রুজু করা হয় এবং আসামিকে দৌলতপুর থানা হেফাজতে প্রেরণ করা হয়।

এনফোর্সমেন্ট অভিযান

এনফোর্সমেন্ট অভিযান

ফাঁদ মামলা

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	গ্রেফতারের তারিখ ও স্থান	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, দিনাজপুর	২৫/০৫/২০২২ খ্রি. দিনাজপুর	লাইসেন্স নবায়ন ও মামলার ভয় দেখিয়ে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার আমবাড়িতে অবস্থিত ঈশান এগ্রো ফুডের কাছ থেকে ৮০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ

প্রতিরোধ ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

দুদকের প্রতিরোধ ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত গণশুনানির সংখ্যা ২টি এবং উক্ত গণশুনানিতে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৪৭টি। গণশুনানিতে দুদকের মাননীয় কমিশনারগণ অভিযোগসমূহ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করেন।

রংপুর জেলায় অনুষ্ঠিত গণশুনানি

পটুয়াখালী জেলায় অনুষ্ঠিত গণশুনানি

২৮ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে রংপুর মহানগরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের বিষয়ে আনীত অভিযোগের উপর গণশুনানিতে প্রাপ্ত ২২টি অভিযোগের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সব অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ৩১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে পটুয়াখালী সদরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর গণশুনানিতে প্রাপ্ত ২৫টি অভিযোগের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে সব অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

দুর্নীতি দমন কমিশন ৬৮২ জন কর্মচারীকে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। ৬২৫ জন কর্মচারীকে সুশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার ও সুশাসন, প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং, e-GP, ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং, ক্যাপিটাল মার্কেট ম্যানেজমেন্ট, ব্যাংকিং কার্যক্রম, ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব পরিচালনা, সিকিউরিটি কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স প্রভৃতি বিষয়ের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), সোনালী ব্যাংক লি., এনএসআই/গোয়েন্দা বিভাগ। এছাড়া দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় কর্মচারীদের ডিজিটাল ফরেনসিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুদকের অর্থায়নে ৪১ জন কর্মচারী থাইল্যান্ডে Professional Development Program on Effective Anti-Corruption Policy, Strategy & Practices বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষণ এর খন্ডচিত্র

দুদকে নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ফটোসেশন করেন মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

The United States Department of Justice কর্তৃক পরিচালিত Protecting Public Integrity : Processing and Investigating Complex Corruption Cases শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগ	অনুমোদিত অনুসন্ধান	চলমান মোট অনুসন্ধান (পূর্ববর্তী জেরসহ)	অনুমোদিত মামলা	চলমান মোট মামলা (পূর্ববর্তী জেরসহ)	অনুমোদিত চার্জশীট	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগে প্রেরিত অভিযোগ
১২,১০৮	৫০০	৩,৭০৫	২৬৯	১,৪৪৬	১৫০	৩৯০	২,১৮৩

উল্লেখযোগ্য মামলা

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণ :

ক্র	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	জনাব মোঃ মনির হোসেন (গোল্ডেন মনির), ঠিকাদার।	২১,৮২,৭৩,৪৫৯/- টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদ অর্জন ও নিজ ভোগ দখলে রাখার অপরাধ।
২.	জনাব এস. এম. আমজাদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান, সাউথ-বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কর্মাস ব্যাংক লি.সহ অন্যান্য ৬ জন।	ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে ঋণ মঞ্জুরপূর্বক ৯০০.০০ লক্ষ টাকা (সুদসহ মোট ১২১১.০১ লক্ষ টাকা) গ্রাহককে না দিয়ে গ্রাহকের অজান্তে ব্যাংক থেকে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
৩.	জনাব এস. এম. আমজাদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান, সাউথ-বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কর্মাস ব্যাংক লি.সহ অন্যান্য ৫ জন।	ক্ষমতার অপব্যবহার ও ঋণ জালিয়াতিপূর্বক অর্থ আত্মসাৎ এবং তা স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করার অভিযোগ।
৪.	(১) জনাব মোঃ জহুরুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (২) জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন), জীবন বীমা কর্পোরেশন।	ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে নিজেদের লোককে নিয়োগ দানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের ক্রমবিন্যাস নিজের মতো করে সাজানোর অপরাধ।
৫.	(১) জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা (২) অনন্ত কুমার সিনহা।	ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও বিদেশে পাচার।
৬.	জনাব মোঃ খাইরুজ্জামান, সাবেক হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।	সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও অপরাধমূলক অসদাচরণের মাধ্যমে সরকারি ১,৫৮,২৭,৯১৩/- টাকা আত্মসাতের অপরাধ।
৭.	(১) জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান (২) জনাব এম.এ. কাশেম (৩) জনাব বেনজীর আহমেদ (৪) মিসেস রেহানা রহমান (৫) জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (৬) জনাব আমিন মোঃ হিলালী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশালয় হাউজিং এন্ড ডেভেলপার্স লি.।	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্ট এর নামে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত দামের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০৩,৮২,১৩,৪৯৭/- টাকা অপরাধজনকভাবে প্রদান/গ্রহণ করে উক্ত অপরাধলব্ধ অর্থ স্থানান্তর রূপান্তরের মাধ্যমে হস্তান্তরপূর্বক অবস্থান গোপন করে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ক্র	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৮.	প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাবেক চেয়ারম্যান (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।
৯.	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, সাবেক বিজ্ঞ বিচারক, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪, ঢাকা এবং বিশেষ জজ আদালত-৩, ঢাকা।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।
১০.	জনাব প্রশান্ত কুমার হালদার, সাবেক এমডি, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি.সহ অন্যান্য।	এফএএস (FAS) ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি. থেকে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ৩৭২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ।

উল্লেখযোগ্য মামলায় চার্জশিট

দুর্নীতি দমন কমিশনের উল্লেখযোগ্য মামলার চার্জশিট :

ক্র	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	জনাব এম.এন.এইচ বুলু, চেয়ারম্যান, বিএনএস গ্রুপ অব কোম্পানিজ, ঢাকা।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে তা ভোগ দখলে রাখার অপরাধ।
২.	জনাব মোঃ আবদুস সালাম, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ডোম-ইনো প্রপার্টিজ লি., জনাব মোঃ সামছুর রহমান, সাবেক অথরাইজড অফিসার-২, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা, জনাব মোঃ মুছলেম উদ্দিন, প্রধান ইমারত পরিদর্শক, (অবসরপ্রাপ্ত), ও রাজউকের অন্য ২ জন কর্মচারি।	নকশা জাল করে ভবন নির্মাণের অপরাধ।
৩.	জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী, এম.ডি, ও মিসেস জামিলা নাজনিন মাওলা, চেয়ারম্যান, রাইজিং স্টিল মিলস লি., সহ আরো ২ জন কর্মকর্তা- জনাব মাহবুবুল আলম, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত) ও জনাব মাহবুবুর রহমান সাব্বির, সাবেক ব্যবস্থাপক (অবসরপ্রাপ্ত), সাউথ ইস্ট ব্যাংক লি., চট্টগ্রাম।	পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার মাধ্যমে ১৫৩,৮০,৪০,২৮৮/১৪ টাকা আত্মসাৎ।
৪.	জনাব এম. এ কাদের, চেয়ারম্যান, রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লি., ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লি., লেক্সকো লি., ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লি., হাজারীবাগ, ঢাকাসহ অন্যান্য।	ব্যাংকের সর্বমোট ১০৯৭,৫৪,২২,৭৬২/- টাকা আত্মসাৎ ও পাচার।
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, চেয়ারম্যান, রিমেক্স ফুটওয়্যার লি., হেমায়েতপুর, ঢাকাসহ অন্য ১৬ জন।	ব্যাংক থেকে ৬৪৮,১২,৫৬,৭৪৭/- টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাচার ও আত্মসাৎ।
৬.	জনাব টিপু সুলতান, চেয়ারম্যান, মাররীন ভেজিটেবল অয়েল লি.সহ অন্যান্য ০৪ জন।	অগ্রণী ব্যাংক লি., হতে ঋণের ২৫৬,৫৬,১৬,৩৭৩/- টাকা আত্মসাৎ।

বিচারাধীন মামলা

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ২,৯৫২টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ২,৭২৪টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান আছে এবং মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আদেশে ২২৮টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ৫৯৫টি রিট, ৭২০টি ফৌজদারি বিবিধ মামলা, ৮৭২টি আপীল মামলা ও ৪৪৮টি ফৌজদারি রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তাছাড়া উচ্চ আদালত কর্তৃক ১৭টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জরিমানা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

জরিমানা	বাজেয়াপ্তি
২৪৫৫,৯৩,৯৩,৮৫৭/- টাকা	২,৪৭,৫৯,৩৯৭/- টাকা

উল্লেখযোগ্য বিচার ও দন্ড

জানুয়ারি-জুন, ২০২২ খ্রি. প্রান্তিকে ১৯১টি মামলায় বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। তন্মধ্যে ১১২টি মামলায় সাজা হয়েছে (সাজার হার ৫৮.৬৪%)। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণ :

ক্র	আসামি	বিচার ও দণ্ড
১.	জনাব পার্থ গোপাল বণিক, ডিআইজি প্রিজন (সাময়িক বরখাস্ত)।	আসামি পার্থ গোপাল বণিক, ডিআইজি প্রিজন (সাময়িক বরখাস্ত), সিলেট এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুদক আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় ০৫ বছরের কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় ০৩ বছরের কারাদন্ড ও ৬৫,১৪,০০০/- টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ক্র	আসামি	বিচার ও দণ্ড
২.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান, সাবেক লাইন ডিরেক্টর, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ ০২ জন।	আসামি জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান, সাবেক লাইন ডিরেক্টর, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। আত্মসাতকৃত সমুদয় অর্থ (৩৯,৭৫,৮৭৮/- টাকা) রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩.	জনাব খন্দকার এনামুল বাছির, পরিচালক (বরখাস্ত), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ডিআইজি, (সাময়িক বরখাস্ত) বাংলাদেশ পুলিশ।	আসামিদ্বয়ের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি খন্দকার এনামুল বাছির, পরিচালক (বরখাস্ত), দুদক, ঢাকাকে দণ্ডবিধির ১৬১ ধারায় ০৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় ০৫ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ৮০ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং আসামি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ডিআইজি (সাময়িক বরখাস্ত) কে দণ্ডবিধির ১৬৫(ক) ধারায় ০৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
৪.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসটিনি-২০০০ লি.সহ ৪৬ জন।	আসামিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আমিনকে ১২ বছরের কারাদণ্ডসহ ২০০ কোটি টাকা জরিমানা ও অপর ৪৫ জন আসামীকে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডসহ মোট ২,৩৫০ কোটি ০৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
৫.	জনাব মোঃ মকসুদ খান, সাবেক কাউন্সেলর /ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ হাইকমিশন, অটোয়া, কানাডা।	আসামি জনাব মোঃ মকসুদ খান, সাবেক কাউন্সেলর/ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ হাইকমিশন, অটোয়া, কানাডা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ২,৬০,৫৩,৩০৫/৮০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি-জুন ২০২২ খ্রি. প্রান্তিকে প্রাপ্ত ক্রোক ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ

	ক্রোককৃত সম্পদ	অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	৯৬.৩৬৪৪ একর জমি, মূল্য-৩০,৬২,৯৮,০২৬/- ১২ টি বাড়ি/ভবন, মূল্য-৫০৩,১৪,৯৫,৩০০/- ১১টি ফ্ল্যাট, মূল্য-২,২১,৬১,০০০/-	১১৬০ টি ব্যাংক হিসাব এ স্থিতির পরিমাণ-৬৬,৫৯,৯৩,০৬০/- টাকা ও ২৭,৯৫৪.২১ মার্কিন ডলার (USD) ৫,০৫,৬১,৭৭০টি শেয়ারের মূল্য-৭৯,২১,৩৫,৪৬০/- টাকা।
বিদেশে	নেই	নেই
মোট মূল্য	৫৩৫,৯৯,৫৪,৩২৬/- (পাঁচশত পঁয়ত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত ছাব্বিশ টাকা)	১৪৫,৮১,২৮,৫২০/-(একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ আটাশ হাজার পাঁচশত বিশ টাকা) ও ২৭,৯৫৪.২১ মার্কিন ডলার (USD)

** মোট ১৯ টি আদেশে ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক উল্লেখযোগ্য ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ :

ক্র	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/আসামির নাম ও ঠিকানা	ক্রোককৃত (Attach) সম্পদ	অবরুদ্ধকৃত (Freeze) সম্পদ
১.	জনাব প্রশান্ত কুমার হালদার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লি. ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি.	ক্রোককৃত স্থাবর সম্পদের মূল্য-৩১৩,৭৭,৭৫,৪৩৭/- টাকা।	অবরুদ্ধকৃত সম্পদের মূল্য-১২৫৩,২৫,৬০,২১২/- টাকা ও ১,১৭,১১,১৬৪.৪১ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
২.	জনাব এ. কে. এম সহিউজ্জামান ও অন্যান্য ০৭ জন	ক্রোককৃত স্থাবর সম্পদের মূল্য ৫০০ কোটি টাকা।	-
৩.	জনাব এস এম আমজাদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান, সাউথ-বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	-	অবরুদ্ধকৃত সম্পদের মূল্য- ৫৮,৭৬,৭৬,৪৭৭ টাকা ও ২৭,৯৫৪.২১ মার্কিন ডলার।

দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা দুদকের প্রধানতম ম্যান্ডেট।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিসংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। কমিশন প্রতিটি মামলাকে সমগুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এর সংশোধনীসমূহ); মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এর সংশোধনীসমূহ); দণ্ডবিধি, ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭; ক্রিমিনাল ল' এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ১৭(খ) অনুযায়ী দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার উপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করতে পারে।

কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে :

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এর সংশোধনীসমূহ) এর অধীন অপরাধসমূহ; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এর সংশোধনীসমূহ) এর তফসিলভুক্ত অপরাধ; ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯ ধারার অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা ব্যাংকের কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারার (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সকল আইনে মূলত উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ, অবৈধভাবে নিজ নামে/বেনামে সম্পদ অর্জন, সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন, জাল-জালিয়াতি এবং প্রতারণা, অর্থ পাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩২ (ক) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ এখতিয়ার কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এ আইনের অধীনে ও এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল বিজ্ঞ স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য। ক্রিমিনাল ল' এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮ এর ২৮(২) ধারায় উল্লেখ আছে, উপধারা ৬(৫) ব্যতিরেকে ৬ নং ধারাটি দুর্নীতি মামলার আপীলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আগস্ট ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

যোগাযোগ

জিয়াউদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক
উপপরিচালক (জনসংযোগ) ও সম্পাদক, দুদক বার্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

প্রধান কার্যালয় : দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
ফোন : ২২২২৯০১৩
pr.acc.hq@gmail.com www.acc.org.bd